www.kolerkontho.com

কালের কণ্ঠ ১৭

তারিখ 23 SEP 2013 পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৭

শিক্ষামন্ত্রীর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ!

আঞ্চলিক প্রতিনিধি, গাজীপুর ▶

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বক্তৃতায় যখন শিক্ষকদের উদ্দেশে বলছিলেন, 'শ্রেণীকক্ষে পাঠদানে ফাঁকি দেবেন না'—তখন তাঁরই অনুষ্ঠানে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে কয়েক হাজার শিক্ষার্থী নিয়ে শিক্ষকরা তাঁকে তুষ্ট করতে ব্যস্ত। যে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে তিনি প্রধান অতিথি হয়ে আসেন, ওই কলেজেও ছিল অঘোষিত ছুটি। গতকাল রবিবার শিক্ষামন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে গাজীপুরের শ্রীপুরে বেশির ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছিল একই অবস্থা। অনেক শিক্ষার্থীর অভিযোগ, শিক্ষামন্ত্রীর অনুষ্ঠানে না এলে বিদ্যালয় থেকে বের করে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, গতকাল রবিবার সকালে শ্রীপুরে মুক্তিযোদ্ধা রহমত আলী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের নবনির্মিত অনার্স ভবন উদ্বোধন ও একাডেমিক ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। পরে মুক্তিযোদ্ধা রহমত আলী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে দাতা সদস্যদের সম্মাননা প্রদান উপলক্ষে কলেজ মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন মন্ত্রী। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক জানান, শ্রীপুরে চারটি নিম্ন মাধ্যমিক, ৫১টি মাধ্যমিক, ৩৮টি মাদ্রাসা ও ১টি কারিগরি বিদ্যালয় রয়েছে। শ্রীপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার নির্দেশে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগ শিক্ষক পাঠদান বন্ধ রেখে শিক্ষার্থীদের নিয়ে মন্ত্রীর অনুষ্ঠানে যোগ দেন। শ্রীপুরের বরমী ইউনিয়নের সাতখামাইর গ্রামের অভিভাবক আবদুল মান্নান পাঠান অভিযোগ করেন, বার্ষিক পরীক্ষার আগে শ্রেণীকক্ষের পাঠগ্রহণ অনেক গুরুত্বের। পাঠদান বন্ধ রেখে শিক্ষামন্ত্রীর অনুষ্ঠানে যাওয়ায় শিক্ষার্থীদের ক্ষতি হয়েছে। তেলিহাটী উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র মাসুদ রানা জানায়, গত শনিবার শিক্ষকরা সব শ্রেণীকক্ষে গিয়ে মন্ত্রীর অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেন। গতকাল সকাল ৯টায় অষ্টম শ্রেণী বাদে সব শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শিক্ষকরা অনুষ্ঠানে আসেন। ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আলী মনসুর মানিক বলেন, ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে মন্ত্রী মহোদয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিলেও বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণীর মডেল টেস্ট পরীক্ষা হয়েছে। শ্রীপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী তানজিলা আক্তার জানায়, গতকাল তার মডেল টেস্ট শারীরিক শিক্ষা পরীক্ষা ছিল। কিন্তু মন্ত্রী আসার কারণে ওই পরীক্ষা দুই দিন পিছিয়েছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে অনেক ছাত্রছাত্রী জানায়, শিক্ষামন্ত্রীর অনুষ্ঠানে না এলে বিদ্যালয় থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন শিক্ষকরা। তবে এমন অভিযোগ অস্বীকার করে শ্রীপুরের গোসিংগা ইউনিয়নের পটকা সিনিয়র আলিম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মহিউদ্দিন বলেন, 'কোনো ছাত্রছাত্রীকে হুমকি দিয়ে অনুষ্ঠানে আসতে বাধ্য করা হয়নি। আমাদের মাদ্রাসার প্রায় ৭০০ ছাত্রছাত্রী সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে মন্ত্রীর অনুষ্ঠানে গেছে।'

এ ব্যাপারে শ্রীপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শহীদ খালিদ জামিল খান বলেন, 'আমি শিক্ষামন্ত্রীর অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে কোনো শিক্ষককে জবরদস্তি করিনি। সবাই এসেছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। অনুষ্ঠানে কেউ না এলেও সমস্যা ছিল না।'